সমকাল, ১০ অক্টোবর ২০১৭

শান্তি রক্ষায় সফল ভূমিকা রাখতে জাতিসংঘ ব্যর্থ - গওহর রিজভী

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী বলেছেন, জাতিসংঘ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফলভাবে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর প্রধান কারণ, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই। নিরাপত্তা পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা বাতিল এবং জাতিসংঘের নীতি ও কাঠামোগত সংস্কার দাবি করে তিনি বলেন, অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সাধারণ পরিষদে, নিরাপত্তা পরিষদ সেটা পর্যবেক্ষণ এবং বিবেচনা করতে পারে মাত্র।

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ- বিস আয়োজিত আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের আলোচনায় ড. গওহর রিজভী এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, এ মুহূর্তে রোহিঙ্গা সংকট বিশ্বের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিগত নিধনযজ্ঞে উদ্বিগ্ন বিশ্ব। বাংলাদেশে শরণার্থী সংকট প্রবল হওয়া নিয়েও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উদ্বিগ্ন। কিন্তু তাদের এই উদ্বেগ, মনোযোগ কতদিন থাকবে, সেটাই এখন বাংলাদেশের জন্য ভাবনার বিষয়। বিশ্বের মনোযোগ ধরে রাখার দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বলেও মত দেন তিনি।

বিস চেয়ারম্যান মুন্সী ফায়েজ আহমেদের সভাপতিত্বে এ আলোচনা অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা বিশ্লেষক ইশফাক ইলাহী চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেনসহ বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম আবদুর রহমান।

গওহর রিজভী বলেন, জাতিসংঘে ১৯৩ সদস্যের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই। সিদ্ধান্ত নেয় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পাঁচটি প্রভাবশালী দেশ। এ দেশগুলো যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তারা নিজ নিজ দেশের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়। আবার তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা আটকে দেয়।

তিনি প্রস্তাব দিয়ে বলেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অবশ্যই সাধারণ পরিষদকে দিতে হবে, কারণ এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশ্বের সব দেশের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে। এ সিদ্ধান্ত নিরাপত্তা পরিষদে বিবেচনার জন্য যেতে পারে। যেমন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কোনো আইন পাস করলে তা বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে যায়। তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং অবশ্যই ভেটো ক্ষমতা রহিত করতে হবে। এখানেও যে কোনো সিদ্ধান্ত বিবেচনার ক্ষেত্রে 'মেজরিটি' বা অধিকাংশের মতকে গ্রহণ করতে হবে। এই গণতান্ত্রিক চর্চার ভেতরে না এলে জাতিসংঘের পক্ষে বিশ্বে শান্তি, কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখা প্রায় অসম্ভবই থেকে যাবে।

গওহর রিজভী বলেন, রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে সাধারণ পরিষদে আলোচনা হয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা হয়েছে। উভয় পরিষদই মিয়ানমারে জাতিগত নিধনযজ্ঞের নিন্দা করেছে। কিন্তু এই নিধনযজ্ঞ বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কোনো কার্যকর সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি।

নয়া দিগন্ত, ১০ অক্টোবর ২০১৭

নিরাপত্তা পরিষদ রোহিঙ্গা ইস্যুতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ : প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী বলেছেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্বসংস্থার ব্যর্থতা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ রাখাইনে গণহত্যা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব, পোপ, এমনকি নিরাপত্তা পরিষদও রাখাইনে মিয়ানমার নিরাপত্তা বাহিনীর অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের নিন্দা জানিয়েছে। কিন্তু সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদ রোহিঙ্গা ইস্যুতে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ বা প্রস্তাব গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, সংস্কারের মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদের পরিধি সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে এটি সারা বিশ্বকে প্রতিনিধিত্ব করছে না।

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে গতকাল রাজধানীর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটিজিক স্টাডিস (বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে এক সেমিনারে গওহর রিজভী এসব কথা বলেন। বিআইআইএসএস এবং রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট - ৩২৮১ যৌথভাবে এই সেমিনারের আয়োজন করে। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন রোটারি রমনা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট এয়ার কমোডর (অব:) ইসফাক ইলাহী চৌধুরী।

জাতিসঙ্ঘের সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদকে নিরাপত্তা পরিষদের যে কোন প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষমতা দিতে হবে। নিরাপত্তা পরিষদ কোন ইস্যুতে আলোচনার পর প্রস্তাব গ্রহণে ব্যর্থ হলে তা সাধারণ পরিষদে পাঠাবে। সাধারণ পরিষদকে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। এভাবেই জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদকে ক্ষমতাধর করা যায়। এর মধ্য দিয়ে সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আসবে।

বর্তমানে সাধারণ পরিষদে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করা হলেও তার আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। এর বড় জোর নৈতিক প্রভাব রয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচ স্থায়ী ও দশ অস্থায়ী সদস্য রয়েছে। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কোনো প্রস্তাব পাস হয়। কিন্তু স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে যেকোনো একটি দেশ ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রস্তাব আটকে দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। আর অস্থায়ী সদস্যরা ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হয়।

গওহর রিজভী বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা তাদের নিজেদের স্বার্থ এবং ভূ- রাজনৈতিক কৌশলের বাইরে গিয়ে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করে না। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। সম্প্রতি রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীন ও রাশিয়ার অবস্থান বিশ্ববাসী দেখেছে। তিনি বলেন, মিয়ানমারের রাখাইনে গণহত্যা চলছে।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে জাতিগতভাবে নির্মূলের চেষ্টা চলছে। তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। জাতিসঙ্ঘ

মানবাধিকার কাউন্সিল এটিকে জাতিগত নিধনের পাঠ্যপুস্তকীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে অভিহিত করেছে। এরপরও নিরাপত্তা পরিষদ কোনো ধরনের প্রস্তাব গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদে বিশ্বসম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে না। স্থায়ী সদস্যদের ভেটো নাকচ করার ক্ষমতা জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদকে দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন 'শরণার্থী সমস্য ও শান্তির প্রতি হুমকি' বিষয়ক ধারণাপত্র উত্থাপন করেন।

জনকন্ঠ, ১০ অক্টোবর ২০১৭

রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা করে যাচ্ছি

আলোচনা সভায় গওহর রিজভী
স্টাফ রিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘকে সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠন করার আহ্বান জানিয়েছেন। দীর্ঘদিনের রোহিঙ্গা ইস্যুকে স্থায়ী সমাধানের প্রতি জাতিসংঘসহ বিশ্ব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার বিষয়ে জোর দিয়েছেন। এই সমস্যাকে দীর্ঘমেয়াদী করার চেষ্টা করা উচিত হবে না। রাখাইনে যা ঘটছে তা গণহত্যা। এই গণহত্যাকে কোনভাবেই বিশ্ব সমর্থন করতে পারে না। মিয়ানমারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ সৃষ্টি হলে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান হতে বাধ্য। সরকারের পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে আলোচনা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। রাখাইন রাজ্যে লাখ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ করা হয়েছে হাজার হাজার নারী- পুরুষকে। ইতিহাসের এমন গণহত্যা কোনভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়। সোমবার বিআইআইএসএস অডিটরিয়ামে 'আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০১৭' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) ও রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮১ বাংলাদেশ কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০১৭' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ বছর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'টুগেদার ফর পিস রেসপেক্ট, সেফটি এ্যান্ড ডিগনিটি ফর অল'। আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গোটা বিশ্বের জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে অভিবাসী ও শরণার্থীদের প্রতি সমর্থন গড়ে তোলা। প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। বিআইআইএসএসের মহা- পরিচালন সেমিনারে মেজর জেনারেল একেএম আব্দুর রহমান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। রোটারিয়ান এফএইচ আরিফ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে রোটারী ক্লাব রমনার প্রেসিডেন্ট এয়ার কমোডর (অব) ইশফাক ইলাহী চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে সব শেষে ধন্যবাদ জানান রোটারী ক্লাব শ্যামলীর রোটারিয়ান এমএম আবিদ উল্লাহ।

ড. গওহর রিজভী বলেন, জাতিসংঘ বিশে^ শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফলভাবে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন ক্ষমতা নেই। তিনি নিরাপত্তা পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা বাতিল এবং জাতিসংঘের নীতি ও কাঠমোগত সংস্কার দাবি করেন তিনি।

অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সাধারণ পরিষদে, নিরাপত্তা পরিষদ সেটা পর্যবেক্ষণ এবং বিবেচনা করতে পারে মাত্র। যেমন বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে কোন আইন পাস হলে তা বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়। এই মুহূর্তে রোহিঙ্গা সঙ্কট বিশে^র মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। বিশ^ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিগত নিধনযজ্ঞে উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশে শরণার্থী সঙ্কট প্রবল হওয়া নিয়েও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও উদ্বিগ্ন। কিন্তু তাদের এই উদ্বেগ, মনোযোগ কতদিন থাকবে সেটাই এখন বাংলাদেশের জন্য ভাবনার বিষয়। বিশে^র মনোযোগ ধরে রাখার দাবি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বলেও তিনি মত দেন। বিশে^ এ মুহূর্তে সব রাষ্ট্রের জন্যই জাতিসংঘের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ^বাসীর ভাল- মন্দ সব কিছুর সঙ্গে জাতিসংঘ জড়িয়ে আছে। জাতিসংঘের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, বিশে^ বিভিন্ন স্থানে সংঘাত নিরসন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ সফলভাবে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে, জাতিসংঘে ১৯৩ সদস্যের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই। সিদ্ধান্ত নেয় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পাঁচটি প্রভাবশালী দেশ। এই দেশগুলো যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় তখন তারা নিজ নিজ দেশের স্বার্থকেই প্রধান্য দেয়। আবার তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা আটকে দেয়। ফলে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক থেকেই যায়। বিতর্কের কারণে বৈধতার প্রশ্নটিও সামনে চলে আসে।

সেমিনারে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক চীফ অব জেনারেল স্টাফ লে. জেনারেল (অব) মোঃ মাইনুল ইসলাম উপস্থাপন করেন ‘ জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশন’ এর ওপর একটি প্রবন্ধ। অন্য প্রবন্ধটি উপস্থাপন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন। তার প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল ‘শরণার্থী সমস্যা এবং শান্তির প্রতি হুমকি’। এই প্রবন্ধে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নানা দুঃখ- দুর্দশার চিত্র তুলে আনা হয়। রোহিঙ্গাদের ওপর যে জুলুম, নির্যাতন করা হচ্ছেÑ চালানো হচ্ছে গণহত্যা। এখানে কী করে শান্তির কথা বলা যায়। আন্তর্জাতিক বিশ্ব এমন একটি জ্বলন্ত ইস্যুতে যত দূর এগিয়ে আসার কথা সেদিক থেকে কোন কিছুই করা হচ্ছে না। মিয়ানমারের ওপর এখন পর্যন্ত কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করা হয়নি। গ্রামের পর গ্রাম মিয়ানমার সেনাবাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছে। নারীদের ধর্ষণ করা হচ্ছে। পুরুদের হত্যা করে নদীতে ফেলে দিচ্ছে। শান্তির বাণী এখানে নীরবে কাঁদে। রাখানইন রাজ্যে উদ্ভূত সহিংসতা এবং জাতিগত নিধনের ফলস্বরূপ নির্যাতিত মিয়ানমারের নাগরিকদের বাংলাদেশে ক্রমাগত অনুপ্রবেশের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সেমিনারে এমন পরিস্থিতির মোকাবেলায় এবং বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক মহলকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এ প্রেক্ষাপটে বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক বলেন, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সংলাপ ও পারস্পারিক সহযোগিতামূলক বিভিন্ন উদ্যোগ। যার মূল ভিত্তি হবে মানুষের প্রতি সম্মান, ন্যয় বিচার, সংহতি এবং মানবাধিকার।

সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তাকর্তারা, বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধি, উর্ধতন সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকবৃন্দ, বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতগণ এবং গণমাধ্যম কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে মিয়ানমার পরিস্থিতির বিশেষ নজর দেয়ার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান।

সংবাদ, ১০ অক্টোবর ২০১৭
মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করছে এক শতাংশ মানুষ

জাতিসংঘের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন প্রয়োজন

শান্তি দিবসের আলোচনায় বক্তারা
নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পৃথিবীর এক শতাংশ মানুষ বাকি ৯৯ শতাংশ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করছে। এই অবস্থার উত্তোরণ করতে হলে জাতিসংঘের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন প্রয়োজন। গতকাল 'আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০১৭' উপলক্ষে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা এমন মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্টাটিজিক স্টাডিজ (বিফ) এবং রোটারি ইন্টারন্যাশনাল যৌথভাবে বিআইআইএসএস অডিটরিয়াম এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী। এয়ার কমোডর (অব.) ইশফাক ইলাহী চৌধুরীর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআইআইএসএস এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আবদুর রহমান। এ ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধি, ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। 'টুগেদার ফর পিস : রেসপেক্ট, সেফটি অ্যান্ড ডিগনিটি ফর অল' বিষয়কে প্রতিপাদ্য করে এবারের আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হচ্ছে।

গওহর রিজভী বলেন, ৭০ বছর আগে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংস্থাটির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন সফলতার সঙ্গেই অনেক মানবসেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই ৭০ বছরে পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, ৫ জন নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য তাদের নিজেদের স্বার্থ এবং ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের বাইরে গিয়ে কোন রেজুলেশন গ্রহণ করে না। যেমনটি আমরা দেখেছি অতিসম্প্রতি রোহিঙ্গা ইস্যুতে নিরাপত্তা কাউন্সিলের আলোচনায়। সেখানে চীন এবং রাশিয়ার অবস্থান বিশ্ববাসী দেখেছি।

তিনি বলেন, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নির্যাতন নিয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসহ সবাই নিন্দা করেছে। কিন্তু জাতিসংঘ এই সমস্যা সমাধানে এখনও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এই অবস্থা চলতে থাকলে পৃথিবীর আস্থা জাতিসংঘের ওপর থেকে আস্থা উঠে যাবে। তাই জাতিসংঘের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন দরকার। তার মতে, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনকে নিরাপত্তা কাউন্সিলের যে কোন প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জনের উপরে ক্ষমতা দিতে হবে। নিরাপত্তা কাউন্সিল কোন ইস্যুতে আলোচনার পর রেজুলেশন গ্রহণে ব্যর্থ হলে তা সাধারণ পরিষদে পাঠাবে। এবং সাধারণ পরিষদ সেখানে আলোচনা করে কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। এভাবেই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদকে ক্ষমতাবান করা যাবে। যার মধ্য দিয়ে সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য আসবে।

বিআইআইএসএস- এর মহাপরিচালক বলেন যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সংলাপ ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক বিভিন্ন উদ্যোগ, যার মূল ভিত্তি হবে মানুষের প্রতি সম্মান, ন্যায় বিচার, সংহতি এবং মানবাধিকার।

বক্তারা বলেন, বর্তমানে পৃথিবীর ১ শতাংশ মানুষ ৯৯ শতাংশ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করছে। পৃথিবীর ৮৬ শতাংশ শরণার্থী বাস করছে উন্নয়নশীল দেশে বাকি ১৪ শতাংশ শরণার্থী বাস করছে উন্নত দেশে। এর অর্থ প্রতি

১০ জনে মাত্র ১ জন শরণার্থী উন্নত বিশ্বের সুবিধা পেয়ে থাকেন, বাকিরা থাকেন বঞ্চিত। তারা বলেন, পৃথিবীর অন্য শরণার্থীদের সঙ্গে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মূল পার্থক্য হলো তারা কোন দেশের নাগরিক নয়। বাংলাদেশ আজ এই নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়।

উক্ত স্মারক সেমিনারে ২টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক চিফ অফ জেনারেল স্টাফ লে. জেনারেল (অব.) মো. মাইনুল ইসলাম 'জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশন' এর ওপর প্রথম প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন 'শরণার্থী সমস্যা এবং শান্তির প্রতি হুমকি' এর ওপর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন।

প্রথম আলো, ১০ অক্টোবর ২০১৭

গওহর রিজভী বললেন

জাতিসংঘের সংস্কার জরুরি হয়ে উঠেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতিসংঘের সংস্কার জরুরি হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

বিআইআইএসএস ও রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮১ বাংলাদেশ যুগ্মভাবে সেমিনারটি আয়োজন করে। গত ২১ সেপ্টেম্বর ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস। এ উপলক্ষে গতকাল সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকেরা বলেন, ওই সময়ে সারা বিশ্বের দৃষ্টি ছিল মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করতে থাকা রোহিঙ্গাদের দিকে। সে কারণে বেশ কয়েক দিন পিছিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হলো।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে গওহর রিজভী জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'সত্তর বছর আগে যখন জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়, তখন একই সঙ্গে আমাদের মনে ভীতি ও আশা কাজ করছিল। সত্তর বছর পর অনেক আশা পূরণ হয়েছে সত্য, কিন্তু ভীতিটা রয়ে গেছে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিটি দেশের সম্মিলিত মতামত প্রকাশের স্থান হলো জাতিসংঘ। যখন সারা বিশ্বের সব কটি দেশ নিরাপত্তা পরিষদকে বৈধতা দেয়, তখন কেন আমরা এত এত জায়গায় ব্যর্থ হয়েছি?'

গওহর রিজভী বলেন, নিরাপত্তা পরিষদে সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে অনেক দিন থেকেই। দেখা যাচ্ছে, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ দেশের স্বার্থ, ভূরাজনৈতিক স্বার্থকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। রোহিঙ্গা ইস্যু এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সেমিনারে বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম আবদুর রহমান। লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. মাইনুল ইসলাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বক্তব্য দেন রোটারি ইন্টারন্যাশনালের ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর এফ এইচ আরিফ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহি চৌধুরী।

মানবজমিন, ১০ অক্টোবর ২০১৭
গওহর রিজভীর হতাশা

জাতিসংঘ সংস্কারের প্রস্তাব

কূটনৈতিক রিপোর্টার

রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন গ্রহণের ব্যর্থতায় হতাশা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী জাতিসংঘের সংস্কারের প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন, এই ব্যর্থতা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে জাতিসংঘের সংস্কার কতোটা জরুরি। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে সংস্কারের কয়েকটি সুপারিশ উত্থাপন করেন। আন্তর্জাতিক শান্তিদিবস উপলক্ষে রাজধানীর ইস্কাটনস্থ বিআইআইএসএস মিলনায়তনে সোমবার আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এ প্রস্তাব করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনকে নিরাপত্তা কাউন্সিলের যেকোনো প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জনের উপরে ক্ষমতা দিতে হবে। তার মতে নিরাপত্তা কাউন্সিল কোনো ইস্যুতে আলোচনার পর রেজুলেশন গ্রহণে ব্যর্থ হলে তা সাধারণ পরিষদে আসা উচিত। এবং সাধারণ পরিষদ সেখানে আলোচনা করে কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। এভাবেই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদকে ক্ষমতাবান করা যাবে। যার মধ্য দিয়ে সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে এক ধরনের 'ভারসাম্য' আসবে। গওহর রিজভী বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫ সদস্য তাদের নিজেদের স্বার্থ এবং ভূ- রাজনৈতিক কৌশলের বাইরে গিয়ে কোনো রেজুলেশন গ্রহণ করে না। যেটি অত্যন্ত দুঃখজনক। যেমনটি আমরা দেখেছি অতি সম্প্রতি রোহিঙ্গা ইস্যুতে নিরাপত্তা কাউন্সিলের আলোচনায়। সেখানে চীন এবং রাশিয়ার অবস্থান বিশ্ববাসী দেখেছে। ড. রিজভী বলেন, মিয়ানমারের রাখাইনে গণহত্যা চলছে। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে জাতিগতভাবে নিধনের চেষ্টা চলছে। তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। জাতিসংঘ যাকে জাতিগত নিধনের টেক্সটবুক হিসেবে উল্লেখ করেছে। এরপরও নিরাপত্তা পরিষদ কোনো ধরনের রেজ্যুলেশন গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। এই নিরাপত্তা পরিষদে বিশ্ববাসীর প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব নেই মন্তব্য করে তিনি বলেন, স্থায়ী ৫ সদস্যের যে ভেটো পাওয়ার রয়েছে তাকে ওভাররুল করার জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদকে ক্ষমতা দিতে হবে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) এবং রোটারি ইন্টারন্যাশনাল যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। রোটারি ক্লাব, রমনার প্রেসিডেন্ট এয়ার কমোডর (অব.) ইসফাক ইলাহী চৌধুরীর সভাপতিত্বে সেমিনারে পৃথক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেনাবাহিনীর সাবেক চিফ অব স্টাফ লে. জেনারেল (অব.) মো. মাইনুল ইসলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রফেসর ড. দেলওয়ার হোসেন। বিস মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আব্দুর রহমান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন। রোটারিয়ান এফ এইচ আরিফ, রোটারিয়ান পিপি এমএম আদিদ উল্লাহ ছাড়াও বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধি, সামরিক- বেসামরিক কর্মকর্তা, কূটনীতিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

ইত্তেফাক, ১০ অক্টোবর ২০১৭

রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে প্রস্তাব গ্রহণে জাতিসংঘ ব্যর্থ

ড. গওহর রিজভী
ইত্তেফাক রিপোর্ট

রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। তিনি বলেছেন, এই ব্যর্থতা দেখিয়ে দিয়েছে জাতিসংঘের সংস্কার কতটা জরুরি। গতকাল সোমবার আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএফএস) ও রোটারি ইন্টারন্যাশনাল আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য তাদের নিজেদের স্বার্থ এবং ভূ- রাজনৈতিক কৌশলের বাইরে গিয়ে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করে না। এটা চর্চা অত্যন্ত দুঃখজনক। রোহিঙ্গা ইস্যুতে নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনায় চীন এবং রাশিয়ার অবস্থান বিশ্ববাসী দেখেছে। তিনি বলেন, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনকে নিরাপত্তা পরিষদের যে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষমতা দিতে হবে। নিরাপত্তা পরিষদ কোনো ইস্যুতে আলোচনার পর প্রস্তাব গ্রহণে ব্যর্থ হলে তা সাধারণ পরিষদে পাঠাবে এবং সাধারণ পরিষদ সেখানে আলোচনা করে কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। এভাবেই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদকে ক্ষমতাবান করা যেতে পারে। এটা সম্ভব হলে সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতার মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য আসবে।

ড. রিজভী বলেন, মিয়ানমারের রাখাইনে গণহত্যা চলছে। রোহিঙ্গা মুসলিমদের জাতিগতভাবে নিধনের চেষ্টা চলছে। জাতিসংঘ যাকে জাতিগত নিধনের টেক্সটবুক হিসেবে উল্লেখ করেছে। এরপরও নিরাপত্তা পরিষদ কোনো ধরনের প্রস্তাব গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। এই নিরাপত্তা পরিষদে বিশ্বসম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব নেই। স্থায়ী পাঁচ সদস্যের যে ভেটো ক্ষমতা রয়েছে তাকে প্রভাবিত করার জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদকে ক্ষমতা দিতে হবে।

তিনি বলেন, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ এটিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। বাকি কাজটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে বেশ কিছু দ্বিপক্ষীয় কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বহুপক্ষীয় আলোচনা ও চাপ খুবই দরকার।

বিআইআইএসএস অডিটরিয়ামে আয়োজিত এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এয়ার কমোডর (অব.) ইসফাক ইলাহী চৌধুরী। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেনাবাহিনীর সাবেক চিফ অব স্টাফ লে. জে. (অব.) মইনুল ইসলাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন, বিআইআইএসএস মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আব্দুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন রোটারিয়ান এফএইচ আরিফ ও এম আবদুল্লাহ।

The Daily Star, 10 October 2017

UN needs reform

PM's adviser for effective UN actions for global peace

Staff Correspondent

UN General Assembly should have the power to overrule the resolutions of the Security Council as it is failing to take actions necessary for global peace, Prime Minister's International Affairs Adviser Gowher Rizvi said yesterday.

"The United Nations has to retain its legitimacy. For this to happen, the UN General Assembly should be given the power to overrule the Security Council," he said.

Stressing the need for reforms in the world forum, Rizvi said, "Rohingya crisis is a clear manifestation of where the world stands today."

The UN permanent members are more concerned about their own national interests despite rising conflicts in various parts of the world, he added.

The observations came when over 5 lakh Rohingyas fled violence in Myanmar's Rakhine state to Bangladesh as Myanmar's security forces began a crackdown on Rohingyas after Rohingya insurgents attacked 30 police posts and an army base on August 25.

Rights bodies found evidence that Myanmar army burnt down over 200 Rohingya villages and killed hundreds of Rohingya men, raped women and forced them to flee to Bangladesh.

The UN termed it "textbook example of ethnic cleansing", while rights bodies accused Myanmar of genocide and crimes against humanity.

The UN Security Council, which could impose sanctions or authorise the use of force for peace failed to take any action because of opposition from China and Russia in a meeting in late September.

Such actions required unanimous passage of a resolution with no negative vote by any of its permanent members -- US, Britain, France, China and Russia.

Gowher Rizvi, who has worked in Oxford, Williams College in Massachusetts, Asia Society in New York, Ford Foundation and Harvard Kennedy School, said the UN had contributed a lot to make the world a better place, but it was still threatened by the dangers of wars, displacement, poverty and injustice.

"Therefore, reform in UN is absolutely necessary," said Rizvi at a seminar on the occasion of International Day of Peace jointly organised by Rotary International District 3281 Bangladesh and Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) at the latter's auditorium.

The UN is supposed to reflect united conscience of the world, but today's reality in the UN does not represent the conscience, he said, suggesting that the UN General Assembly should be given the power to overrule the Security Council's decision.

He said the system could be like a parliament where majority of the members have the final say on any decision made by the president. Such a system could truly reflect the representation of the world community, Rizvi added.

"Otherwise, we are in great danger," he warned. He also suggested expansion of the 15-member Security Council of UN, but did not elaborate.

He said the pressure from the international community on Myanmar authorities must continue until a solution was reached.

Academics and foreign relations experts at the seminar said the world was witnessing one of the biggest refugee and migrant crisis since World War II.

Delwar Hossain of the international relations department of Dhaka University said fragility in governance, social and economic injustice, priority of national and political interests by the governments lead to such conflicts.

According to the UN Refugee Agency, an unprecedented 65.6 million people around the world are displaced. Among them are nearly 22.5 million refugees, while there are 10 million stateless people denied of basic rights.

Bangladesh, despite not being a rich country, is dealing with nearly 9 lakh Rohingyas who are creating huge pressure on local resources.

Abul Hasan Chowdhury, former state minister for foreign affairs, suggested that Rizvi visit Beijing, New Delhi and Moscow to mobilise stronger support for a lasting solution to the crisis of the Rohingya, who are denied citizenship and other basic rights in Myanmar.

He suggested that Bangladesh deal with Myanmar on multilateral basis.

Lt Gen (retd) Md Mainul Islam said while peacekeeping is a critical role in conflict zones, global authorities need to address the root causes of such conflicts.

Rotary Club of Ramna President Air Cdre (retd) Ishfaq Ilahi Choudhury, BIISS Director General Maj Gen AKM Abdur Rahman, Rotary International District 3281 Bangladesh's District Governor FH Arif also spoke.

The Daily Sun, 10 October 2017

‘UNSC fails to play due role in resolving Rohingya crisis’

Staff Correspondent

International Affairs Adviser to the Prime Minister Prof Dr Gowher Rizvi on Monday said the United Nations Security Council has failed to take effective actions and pass a resolution for bringing an end to Rohingya crisis.

Though the UNSC condemned the persecution of Rohingyas and termed it genocide and ethnic cleansing, it has failed to take concrete measures to solve the crisis, he added.

Rizvi was speaking as the chief guest at a commemorative seminar on the International Day of Peace 2017 at Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) in the city. The BIISS and Rotary International District 3281 Bangladesh jointly arranged the event.

Rizvi said after 70 years of its inception, the UN has played tremendous roles to make the world a better place. But it has also failed in many cases to establish peace across the world.

That’s why the world is still threatened with dangers that opposing to peace, he continued.

The adviser went on saying that the collective aggregation of world conscience made the UN important and unique besides legitimising its activities.

But the reform of the UN is a must as today is different from the time when it started its journey, he maintained.

In this regard, we have to expand the UNSC, as it’s permanent members are failing to work for world peace going beyond their national interests, he observed.

Rizvi also said Bangladesh has so far achieved tremendous success in tackling Rohingya crisis, but the foreign ministry has to do more to make these achievement sustainable.

He also underscored the need for continuation of international pressure on Myanmar over the Rohingya crisis.

Terming the UNSC totally unrepresentative of the global population, he said the UNGA must be empowered so that it can overrule the veto of the UNSC with the majority votes.

Presided over by Air Commodore (retd) Ishfaq Ilahi Choudhury, Major General AKM Abdur Rahman, BIISS director general, delivered welcome speech at the event.

Lt General (retd) Md Mainul Islam, former chief of general staff of Bangladesh Army, and Prof Dr Delwar Hossain of Dhaka University presented two keynote papers on the occasion.

Roterians MM Abed Ullah and FH Arif also spoke at the event, among others.

The dailyobserver, 10 October 2017

UN reform needed for global peace, says Gowher Rizvi

Staff Correspondent

Prime Minister's International Affairs Adviser Dr Gowher Rizvi wants reforms in the United Nation's Security Council (UNSC) through expanding the numbers of the council's members and having rights by the general assembly to overrule the Security Council resolution. He said, "We need a reformed Security Council and without its necessary reforms, we cannot establish a peaceful world."

Rizvi told this while he was addressing a seminar as chief guest organised by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) in collaboration with Rotary International District 3281 titled "International Day of Peace 2017" in the city on Monday.

Gowher Rizvi, while speaking at a programme in Dhaka, also labeled the role of Russia and China at the latest UN Security Council meeting as a 'failure of the organisation'.

The theme of the day was "Together for Peace: Respect, Safety and Dignity for All" which focuses on engaging and mobilising people throughout the world to show support for migrants and refugees.

The PM advisor said, "Security Council will have to be expanded and the P5 countries' roles have to be modified. For the problems of the five veto member countries, he said, the council has failed to perform its proper duty. The PM's International Affairs Adviser said the world leaders have highly praised the Bangladesh Prime Minister and people for their extraordinary role for sheltering the forcibly displaced citizens of Myanmar.

He said at the UN's existing legitimacy it is not easy for Bangladesh to get quick legal support in solving the Rohingya crisis.

The PM advisor said UNSC condemned the killings of Rohingya people in Myanmar and this brutality was termed as ethnic cleansing and a textbook example of barbaric killings by Myanmar army.

Major General AKM Abdur Rahman, Director General of the BIISS (DG, BIISS) delivered his welcome speech followed by remarks of Rtn FH Arif, District Governor, RID 3281, Bangladesh while the seminar was chaired by Air Cdre Ishfaq Ilahi Choudhury, President Rotary Club of Ramna.

Vote of thanks was delivered by Rtn PP MM Abed Ullah, Rotary Club, Shayamoli, Dhaka and two papers were presented in the seminar by Lt Gen md Mainul Islam, former chief of general staff of Bangladesh Army titled "United Nations Peacekeeping Operations" and another one by Dr Delwar Hossain, Professor of the Department of International Relations, Dhaka University titled "Refugee Crisis and Threat to Peace".

The Independent, 10 October 2017
ROHINGYA CRISIS

UN has failed, says Gowher

UNGA should be given power to overrule veto

DIPLOMATIC CORRESPONDENT

The United Nations has failed with regard to the Rohingya crisis due to the geopolitical and bilateral interests of the five permanent members of the UN Security Council (UNSC) with veto powers, prime minister's international affairs adviser Gowher Rizvi said yesterday. Placing great emphasis on the reform of the global body, he described the five permanent members as 'totally unrepresentative' and said that if the UN general assembly should be empowered to overrule the veto by permanent members to retain the legitimacy of the global body. He also noted

that the UNSC, though condemned the atrocities in Rakhine State by Myanmar security forces, failed to pass any resolution or failed to act due to matters related to geopolitics and bilateral interests.

The prime minister's adviser was addressing as chief guest at a commemorative seminar on 'International Day of Peace 2017' jointly organised by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) and Rotary International District 3281, Bangladesh at the BIISS auditorium. Although the day fell on September 21, the event could not be organised on that day due to the ongoing Rohingya crisis.

Presided over by Ramna rotary club president air commodore (retd) Isfaq Ilahi, the seminar was addressed, among others, by BIISS director general AKM Abdur Rahman, Rotary International District 3281 Bangladesh governor FH Arif and Abed Ullah of Shyamoli rotary club.

Lt gen (retd) Mainul Islam, former chief of general staff of Bangladesh army, made a presentation on 'United Nations Peacekeeping Operations' at the event while Delwar Hossain, professor of international relations at Dhaka University, gave a presentation on 'Refugee Crisis and Threat to Peace' at the seminar attended by academics, former and serving civil and military officials and members of diplomatic corps.

"Rohingya crisis is the clear manifestation where the global body has failed," Adviser Rizvi said, adding that 'the world conscience has aroused due to ethnic cleansing, genocide and inhuman treatment of Rohingyas by the Myanmar security forces'.

"The world has condemned it. Even, the UNSC condemned it. But, they failed to take actions," he said.

"P-5 is totally unrepresentative of people. And, members of the UNSC have their geopolitical and own interests. The reform of the UN is absolutely necessary," said the adviser, adding that the UNGA is representative.

And, he put forward a proposal that the UNGA should be given the power to overrule the veto by the permanent members.

Stressing the need for expansion of the UNSC to make it more representative, Rizvi said that without reform, even harder work will not bring any difference as the permanent members have their own interests.

He, however, advocated for the necessity of the existence of the global body, saying, “The world is a much better place due to the UN. A world without UN is unimaginable.”

On the ASEAN’s role, he mentioned that the majority of the population of the countries belonging to the group are Buddhists.

The adviser said that despite the government’s efforts to develop a good bilateral relationship, Dhaka failed to open a direct dialogue with Myanmar.

“Bilateralism is absolutely vital...But, we need to internationalise this,” he added.

Rizvi further said that Prime Minister Sheikh Hasina may not be visiting Moscow, Delhi, Beijing, but she is working on telephone and through the country’s missions abroad.

“We are mobilising. But, can we sustain?” he said. The adviser laid emphasis on the pro-activeness of the foreign ministry to build up on the sympathy the country received from across the world on the issue.